



244009 - যবে নারী অনবরত বায়ু বরে হওয়ার রোগে আক্রান্ত, যার কারণে কিছুদিন নামায পড়েননি; তিনি এর প্রতিকার জানতে চান

প্রশ্ন

আমি অনবরত বায়ু বরে হওয়ার রোগে আক্রান্ত। এর ফলে এক পর্যায়ে কিছুদিন আমি নামায পড়িনি। এই ওজর নিয়ে আমি কভাবে নামায আদায় করব?

প্রিয় উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ।

এক:

অনকে নামাযী নর ও নারী শুচিবায়ু ও প্রকৃত ‘অনবরত অপবিত্রতা’ এ দুটোর মধ্যে পার্থক্য করতে পারেন না। আমরা আমাদের বাস্তব অভিজ্ঞতা থেকে বলতে পারি: সংখ্যা গরিষ্ঠ মানুষ যারা অনবরত অপবিত্রতার অভিযোগ করেন তারা আসলে সংশয় ও শুচিবায়ুগ্রস্ত। তাদের মুতন্নালীতে আসলে কিছু নাই। সেক্ষেত্রে তার কর্তব্য হলো এর প্রতিকারে সুস্পষ্ট ফতোয়া তলব করা। যাতে করে সেই ফতোয়ার আলোকে তিনি একীন (নিশ্চিতি বিষয়)-এর উপর নির্ভর করতে পারেন এবং সংশয়ের দিকে ভ্রুক্ষেপে না করেন। এমনকি সংশয়ের সাথে যদি কিছু বাস্তব বিষয় মিশিও যায় তদুপরিতা ক্ষমারহ; আলহামদু লিল্লাহ। শুচিবায়ু থেকে চিকিৎসা নতি গিয়ে শুচিবায়ুগ্রস্ত ব্যক্তির কিছু কসুর হলও আল্লাহ রাব্বুল আলামীন সজেন্য তাকে পাকড়াও করবেন না। এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। তাই এ বিষয়ে দৃষ্টি আকর্ষণ করা হলো।

দুই:

অনকে মানুষ ‘অনবরত অপবিত্রতা’ অবস্থাটি বুঝার ক্ষেত্রে ভুল করেন। তাই কউে কউে ধারণা করেন যে, যদি তার থেকে কোন নাপাক নির্গত হয় কিংবা অনুভব করা ছাড়া কিছু বাতাস বেরিয়ে পড়ে এর কারণে সেই ব্যক্তি ‘অনবরত অপবিত্রতাগ্রস্ত রোগীর’ সুবিধাগুলো গ্রহণ করতে পারেন। এটি যথার্থ ফকিহ (বুঝ) নয়। সঠিক হল মুসল্লি যদি সুনির্দিষ্ট নিয়মান্তরকি এমন কোন সময় পান (এমনকি সটো অল্প হলও) যাতে তার প্রবল ধারণা হয় যে, এ সময়টিতে পশোব বা বায়ু তার অনচ্ছায় বরে হয় না তাহলে তার উপর ওয়াজবি দরৌ করে সে সময়টিতে নামায আদায় করা এবং সে সময় নামাযের জন্য ওয়ু করা এবং পরিপূর্ণভাবে নামাযটি আদায় করা। পক্ষান্তরে কউে যদি ধারণা করেন যে, দিনে দুইবার বা তিনবার নিয়ন্ত্রণ ছাড়া পশোব বরে হওয়া কিংবা এখতিয়ার ছাড়া একবার বা কয়েকবার বায়ু বরে হওয়ার মাধ্যমে তিনি ‘অনবরত অপবিত্রতায়



আক্রান্ত' ব্যক্তির সুযোগগুলো গ্রহণ করার উপযুক্ত হবনে তাহলে এটা ভুল ধারণা। ওজরগ্রস্ত হচ্ছে এ ব্যক্তির হাদাছ (অপবিত্রতা) থামে না। যিনি নামাযটি শেষ করার মত সময় পান না এর মধ্যে অনিয়ন্ত্রিতভাবে হাদাছ (অপবিত্রতা) ঘটবে। কথিবা নিয়মতান্ত্রিকভাবে এমন কোন সময় পান না যে সময়টিতে এই অবস্থা স্থগতি হওয়ার আশা করা যায়; যে সময়ে তিনি নামায পড়তে পারবেন।

ইবনে নুজাইম হানাফি বলেন:

“ইস্তহিয়া ও ওজরগ্রস্ত ব্যক্তির হুকুম বলবৎ থাকবে যদি এক ওয়াক্ত নামাযের সময় অতবাহিত হয়ে যায়; কিন্তু তারা যে অপবিত্রতার শিকার হয়েছে সেটি অল্প হলেও বদ্যমান থাকে।”[আল-বাহরুর রায়কে (১/২২৮)]

পক্ষান্তরে মালকে মাযহাবে কিছুটা শথিলিতা রয়েছে; তারা বলেন:

১। যদি অর্ধকে বা তদূর্ধ সময় জুড়ে হাদাছ (অপবিত্রতা) অনিয়ন্ত্রিত থাকে তাহলে ওয়ু ভঙগ হবে না; তবে ওয়ু করা মুস্তাহাব হবে।

২। আর যদি অর্ধকেরে কম সময় জুড়ে অনিয়ন্ত্রিত থাকে তাহলে এর দ্বারা ওয়ু নষ্ট হয়ে যাবে।

শাইখ আল-দরিদরি বলেন:

এমন ‘অনবরত অপবিত্রতা’ দ্বারা ওয়ু নষ্ট হবে যা বেশিরভাগ সময় স্থগতি থাকে; কম সময় চলমান থাকে। আর যদি অর্ধকে সময় জুড়ে চলমান থাকে তাহলে ওয়ু নষ্ট হবে না (বেশিরভাগ সময় বা গোটো সময় জুড়ে চলমান থাকলে তাকে আরও অধিক যুক্তযুক্তভাবে নষ্ট হবে না)।[সমাপ্ত]

দুসুকি পাদটীকাতো বলেন: “গ্রন্থকার ‘অনবরত অপবিত্রতা’ কে নির্দিষ্ট করেননি; যাতে করে পশোবরে অপবিত্রতা, পায়খানার অপবিত্রতা, বায়ুত্যাগরে অপবিত্রতা এবং বীর্য, মজি ও ওদরি মত অপবিত্রতাগুলোও অন্তর্ভুক্ত হয়ে যায়।

জনে রাখুন, গ্রন্থকার ‘অনবরত অপবিত্রতা’-র ক্ষেত্রে যে বিভাজন করছেন সেটো মাগরবীদের পদ্ধতি এবং মাযহাবে এটি প্রসিদ্ধ। আর মাযহাবে ইরাকী আলমেগণের মতে, ‘অনবরত অপবিত্রতা’ দ্বারা সাধারণভাবে ওয়ু নষ্ট হবে না। সর্বোচ্চ ওয়ু করা মুস্তাহাব হতে পারে; যদি গোটো সময়টা জুড়ে অপবিত্রতা চলমান না থাকে। আর যদি গোটো সময়টা জুড়ে অপবিত্রতা চলমান থাকে তাহলে ওয়ু করা মুস্তাহাব হবে না।”[হাশিয়াতুদ দুসুকি (১/১১৬-১১৭) থেকে সমাপ্ত]

ইমাম নববী বলেন:

“যদি ওয়ু করার পর রক্ত শুকিয়ে যায় এবং রক্ত বন্ধ হয়ে আবার ফরিয়ে আসার পূর্বাভাস তার না থাকে কথিবা অভ্যাস



থাকলেও রক্ত বন্ধ থাকার সময়টি ওয়ু করা ও নামায পড়ার জন্য যথেষ্ট হয়: তাহলে ওয়ু করা ওয়াজবি।”[মুগনলি মুহতাজ (১/২৮৩)]

ইবনে কুদামা বলেন:

“যদি তার অভ্যাসে এমন থাকে যে, রক্ত এতটুকু সময় বন্ধ থাকে যে সময়টুকু পবিত্রতা অর্জন ও নামায আদায় করার জন্য যথেষ্ট তাহলে রক্ত চলমান থাকা অবস্থায় নামায পড়বে না; বরং বন্ধ হওয়ার অপেক্ষা করবে। তবে যদি ওয়াক্ত বেরিয়ে যাওয়ার আশংকা করে তাহলে ওয়ু করে নামায পড়ে নব্বি।”[আল-মুগনী (১/২৫০)]

সারাংশ:

যদি আপনার এমন অভ্যাস থাকে যে, হাদাছ (অপবিত্রতা) এতটুকু সময় স্থগতি থাকে যার মধ্যে নামায আদায় করার জন্য যথেষ্ট তাহলে আপনার উপর আবশ্যিক হলো অপবিত্রতা স্থগতি হওয়ার অপেক্ষা করা এবং পরপূর্ণ পবিত্র হয়ে নামায আদায় করা।

আর যদি হাদাছ (অপবিত্রতা) চলমান থাকে কথিবা নিয়মতান্ত্রিকভাবে স্থগতি হওয়ার কোন অভ্যাস না থাকে; বরং চলমান থাকে, হঠাৎ করে যে কোন সময় আবর্তিত হয়, কোন নিয়ম মনে স্থগতি থাকে না: তাহলে কঐচ্ছিক পরিমাণ নাপাকও বেরে হলেও ডায়াপার পরুন, প্রত্যেকে নামাযের জন্য ওয়ু করুন এবং আপনি যে অবস্থায় আছেন সে অবস্থায় নামায আদায় করুন।

আল্লাহই সর্বজ্ঞ।